Downloaded from: justpaste.it/20cb9

গনতন্ত্র নিয়ে একটি প্রশ্ন

প্রিয় ভায়েরা,আমার নিজের অজ্ঞতা,অন্য ভাইদের প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারার জন্য "গনতন্ত্র" বিষয়ে ফতুয়াটি জানতে চাচ্ছি।

যখন আমি অন্য ভাইদের বলি,গনতন্ত্রকে ইসলাম সমর্থন করেনা,গনতন্ত্রের ধারক-বাহকরা হল তাগুত,গনতন্ত্র হল একটি ধর্ম ইত্যাদি কথা বলতে বলতে যখন বলি যারা কাফেরদেরকে বন্দু রুপে গ্রহন করে তারা কাফেরদের অন্তরভুক্ত ইত্যাদি।

তখন কিছু ভাই বলে।

মুফতি আমিনী,দেলোয়ার হোসেন সাইদী,চরমোনাই পীর ইত্যাদি গনতন্ত্রে ধারক-বাহকরাও কি তাগুত? নাকি ইসলাম যে গনতন্ত্রকে সমর্থন করেনা সে বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নাই,নাকি তাদের ইমান দূর্বল? আর যদি তারা যেনে-বুঝে গনতন্ত্রের ধারক-বাহক হয়ে থাকে তাহলে তারা হল তাগুত।তারা যদি তাগুতই হবে কওমীওয়ালারা তাদেরকে সমর্থন করে কেন? তাহলে কওমীওয়ালারা তাগুত আলেমদের অনুসরন করার কারনে কওমীওয়ালারাও তাদের(তাগুত আলেম) অন্তর্ভুক্ত? শুধু মাত্র তোমরা জঙ্গিরাই মুসলমান।
আবার জঙ্গিরাও তো কওমী তাগুত আলেমদের সমর্থন করে,তাহলে জঙ্গিরাও তাগুত(নাউযুবিল্লাহ)
গুছিয়ে বলতে পারি নাই।তবে আশা করি ভাইরা প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছেন।

উত্তর- গণতন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত সকল গ্রুপই কি কাফির??

(আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হয় আমরা নাকি ঢালাওভাবে সবাইকে তাকফির করি এমনকি আলেম উলামারা এবং দ্বীন কায়েমের চেষ্টায় নিয়োজিত কর্মীরাও নাকি আমাদের তাকফির থেকে রেহাই পান না। মূলত এ জাতীয় সংশয় নিরসনের জন্যই আজকের আর্টিকেল!)
গণতন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রুপগুলো মোটামোটিভাবে ৪ ভাগে বিভক্ত-
(১) গণতন্ত্রের মাধ্যমে গণতন্ত্রই যাদের টার্গেটঃ

প্রচলিত রাজনৈতিক দল যারা সত্যিসত্যিই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তারা এর অন্তর্ভূক্ত। এরা

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও শরীআ কায়েম করে না কিংবা করবে না, বরং শরীআর পক্ষে যারা কথা বলে তাদেরকে তারা নানাভাবে অত্যাচার, নির্যাতন, গ্রেফতার, গুম ও খুন করে থাকে। তারা তাদের মনগড়া সংবিধানকে চরম চূড়ান্ত আইন বলে ঘোষণা করে, এবং এই সংবিধানকে কুরআন সুন্নাহর চেয়ে পবিত্র, যুগোপযোগী ও কল্যাণকর মনে করে। তারা কুরআন-সুন্নাহ, নবী-রাসূল (সঃ) কে উপহাস করে ও উপহাসকারীদের প্রশ্রয় দেয় । এ জাতীয় গ্রুপকে আমরা ডেফিনিটলি কাফির মনে করি।

এখানে লক্ষণীয় হল যে এই জাতীয় দলের Peripheral level এর প্রত্যেক সাপোর্টার বা কর্মী বা পাতিনেতাকে আমরা তাকফির করি না। কারন-

ক) এদের অধিকাংশই না বুঝে শুনে তাদের নেতৃবৃন্দের পিছনে দৌড়ায়।

খ) সাধারণ মানুষদের তাকফির করে খুব বেশি লাভ নেই।

তাহলে কাদের উপর এই তাকফির প্রজোয্যঃ

ক) এই সমস্ত দলের সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দ,
খ) দলের নীতি নির্ধারকগণ,
গ) এই সমস্ত দলের চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ যারা এইসব মতবাদের প্রচার প্রসারের জন্য তাদের চিন্তা বা লেখনীকে ব্যয় করে,
ঘ) যারা এই বিশ্বাসে পার্লামেন্টের মেম্বারশীপ গ্রহণ করে যে তাদের আইন প্রণয়ণে অংশ নেবার অধিকার আছে,
ঙ) গণতন্ত্র Vs ইসলাম যুদ্ধ যখন সত্যিই শুরু হবে তখনও যারা গণতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান নিবে।
চ) এই সব দলের সেইসব কর্মী ও সাপোর্টার, যারা সত্যিসত্যিই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। (অর্থাৎ যারা মনে করে কুরআন সুন্নাহ নয় বরং পার্লামেন্টারী সংখ্যাগরিষ্ঠতাই আইনের উৎস, এরা আরও মনে করে কুরআন সুন্নাহর আইন মধ্যযুগীয়, এগুলো আধুনিক যুগে অচল)
(২) গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যারা ইসলাম কায়েমের স্বপ্ন দেখে-

অর্থাৎ ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহ। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইসলাম কায়েম প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হল-

ক) কুফরি সিস্টেমের ভিতরে ইসলামকে ইনফিলট্রেশনের চেষ্টা করা যেটা নাজায়েয ও হারাম। আরো স্পষ্টভাবে বললে আমরা এই অবস্থায় কোন ব্যক্তির জন্য পার্লামেন্টের মেম্বারশীপ নেওয়াকে জায়েয মনে করি না।

খ) ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বিভিন্ন ধরনের যুক্তি দিয়ে যদি এটাকে কিঞ্চিত জায়েয করারও চেষ্টা করা হয় তবুও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কস্মিনকালেও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। কুফরকে কিছুটা Dilute করা যাবে মাত্র।

তবে হ্যাঁ তাদের মানহাযকে ভুল বলার মানে এটা নয় যে আমরা তাদেরকে কাফির মনে করি। কেননা তারা প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না কিংবা গণতন্ত্র তাদের লক্ষ্যও নয় (তারা বলে আমরা ক্ষমতায় গেলে শরীয়া কায়েম করবো) বরং তারা আসলে গণতন্ত্রকে একটা Tools হিসেবে ইউজ করে বা করতে চায়।

এই সমস্ত দলের যেসব লোক পার্লামেন্টের মেম্বারশীপ গ্রহণ করেছে তাদের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হল তারা কুফরিতে জড়িত, কিন্তু কাফির নয়। আসলে উসূল ফিকাহর মূলনীতিতে এ দুটি বিষয় আলাদা “যে ব্যক্তি কাফির এবং যে কোন কুফরি কাজ করছে।”

কেননা উসুলুত তাকফিরে এটা প্রতিষ্ঠিত যে কুফরে লিপ্ত কোন ব্যক্তির কাফির না হওয়ার অজুহাত হিসেবে তাওয়িল (কুরআন সুন্নাহর Honest Misunderstanding) যথেষ্ট। আমরা মনে করি এইসব লোকেরা বিভিন্ন ধরনের শরীআর ভুল বুঝের কারনে এটা করছে। তাই তাদেরকেও আমরা তাকফির করি না।
(৩) সাধারণ ভোটারঃ

ক) যে সমস্ত ভোটার সত্যিকার অর্থেই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে (সংখ্যাগরিষ্ঠতার রায়ই আইন) এরা প্রকৃত কাফির।

খ) যারা বিভিন্ন ধরনের ভুল বোঝাবোঝির স্বীকার হয়ে ভোটদান করছে তাদের ক্ষেত্রে পূর্বের ন্যায় তাওয়ীলের অজুহাত প্রযোজ্য। এবং তারা প্রকৃত কাফির নয়।

[তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোট দেওয়া জায়েয নয়- এ বিষয়টা আমরা জনগণের কাছে স্পষ্ট করে প্রচার করি।]
(৪) বিভিন্ন পেশাজীবি গ্রুপঃ

এরা তিনভাগে বিভক্ত-
ক) কুফরি আদালতের বিচারকগণঃ

এরা হচ্ছে কুফরের বাস্তবায়নকারী। এরা মূলত একটা কুফর গোষ্ঠী। তবে এদের প্রত্যেকে

(Each & Everybody) প্রকৃত কাফির নন। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে কোন ব্যক্তির বর্তমান পরিস্থিতিতে বিচারক পদে যোগ দেওয়া উচিত হবে না।

আইনজীবীদের বিষয়টি সরাসরি কুফরি নয়, অবস্থাভেদে তা হারাম। তবে আইন শিক্ষা জায়েয যেমনিভাবে নাস্তিকদের কিতাব অধ্যয়নও জায়েয।
খ) যারা কুফরকে টিকিয়ে রাখার জন্য অস্ত্র ধরেঃ

যেমন আর্মি, পুলিশ, বিডিআর, র্যাব, এরাও একটা কাফির গোষ্ঠী তবে এদের Each & Everybody কাফির নন। এই কাফির গোষ্ঠীর মাঝে কিছু মুসলিমও Sandwich হয়ে আছেন। আলটিমেট যুদ্ধের সময় প্রকৃত কাফির এবং Sandwich হয়ে থাকা মুসলিম পৃথক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।
গ) অন্যান্য পেশাজীবী গ্রুপ যাদের সাথে কুফরের সরাসরি সম্পর্ক নেই

যেমন শিক্ষক, ইন্‌জিনিয়ার, সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী। এদের মূল Effort কুফরের সাথে সম্পর্কিত নয় বরং Public Interest বা Public Service এর কাজে নিয়োজিত। কাজেই এটা কুফরিও নয়, হারামও নয়। কোন ব্যক্তি কাফিরের আন্ডারে চাকুরী করলে বা কাফিরের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিলে সেও কাফির হয়ে যায় না। পূর্বে যাদেরকে তাকফির করা হয়েছে (MP বা বিচারক) তাদের এই অজুহাতে করা হয় নি যে তারা কাফিরদের কাছ থেকে বেতন নিচ্ছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এইসব তাগুতরা নিজেদের টাকা তাদের দিচ্ছে না বরং জনগণের Tax এর টাকাই তাদেরকে দিচ্ছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এই শর্তে কাফিরের আন্ডারে চাকুরী করে যে সে তার কুফরি বাস্তবায়ন করবে অথবা তার কুফরির জন্য যুদ্ধ করবে সে অবশ্যই কাফির।

এ ধরনের সবকিছু বিবেচনা করে এটা বলা যায় যে Self Employment অধিক পছন্দনীয় কিংবা যার সুযোগ আছে দারুল ইসলাম অথবা জনশূন্য অঞ্চলে হিজরত করার।

[পেশাজীবী গ্রুপের ক্ষেত্রে ইসলামের হুকুম বুঝার Golden Rule হল যে প্রতিষ্ঠানের মূল (Basic) কাজ কুফরি সে প্রতিষ্ঠানে কাজ করাও কুফরি (যেমন Parliament), যে প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ হারাম সেখানে কাজ করাও হারাম (যেমন মাদক দ্রব্য উৎপাদন কেন্দ্র), আর যে প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ জায়েয সেখানে কাজ করাটাও জায়েয।]
সরকারী বেতনভুক্ত আলেমঃ

পূর্বের বিষয়গুলোর মত এখানেও কোন আলেমকে কাফির বলা হবে না। তবে তার কথা ভিন্ন যে সরাসরি সরকারের কুফরি মতবাদকে সমর্থন করে বা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাগুতদের

সাহায্য করে।
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

১. এখানে অনেক ক্ষেত্রেই দলগতভাবে তাকফির করা হয়েছে। এটাকে শরীআতের পরিভাষায় ‘তাকফির তায়েফাতুল কুফর’ বলা হয়। এতে কোন একটা গ্রুপকে তাকফির করা হয় যদিও ঐ গ্রুপের Each & Everybody Individualy কাফির নন। এটা করা হয় সামগ্রিকভাবে ঐ দলের শক্তি বা প্রচেষ্টা কোন দিকে ব্যয় হচ্ছে এটা দেখে। একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যায়। যদি বলা হয় America একটি কুফরি শক্তি বা কাফের রাষ্ট্র একথার অর্থ এই নয় যে Americaর সবাই কাফের কেননা আমরা সবাই জানি সেখানে অনেক সাধারণ মুসলিম, দাঈ ও স্কলারগণ আছেন।

২। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের শাসকবর্গ নিয়ে অনেকেই সংশয়ে ভুগছেন। তাই শীগ্রই আমি “বর্তমান মুসলিম বিশ্বের শাসকবর্গ কি কাফির নাকি ফাসিক নাকি যালিম অন্যকথায় তারা কি ছোট কাফির নাকি বড় কাফির??” এই শিরোনামে একটি আর্টিকেল লিখবো ইনশাআল্লাহ।

৩। একটা ব্যপক বিস্তৃত বিষয়কে এখানে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই ভুল বোঝাবুঝির আশংকা আছে। সেক্ষেত্রে গভীর অধ্যয়নের কোন বিকল্প নাই। আপাতত আগ্রহী ভাইদের শাইখ আবু হামযা আল মিশরীর এই বই দুটো পড়ে দেখার অনুরোধ রইলো-

* পৃথিবীর বুকে আল্লাহর শাসন

http://www.pdf-archive.com/2014/02/2...allahr-shason/

* তাফফীরের ব্যাপারে সতর্ক হোন

http://www.pdf-archive.com/2014/03/2...e-sotorko-hon/